মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর শিক্ষার্থী সংঘ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম-৪৩৩১, বাংলাদেশ
ই-মেইল: mbsucu4331@gmail.com

Munshiganj-Bikrampur Students' Union
University of Chittagong
Chattogram-4331, Bangladesh
E-mail: mbsucu4331@gmail.com

:

গঠনতন্ত্র

ভূমিকা (Introduction):

মুন্সীগঞ্জ জেলা থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিনির্মাণের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অলাভজনক, অসাম্প্রদায়িক ও স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হলো।

ধারা-১: নাম (Name)

(ক) এই সংগঠনের নাম হবে "**মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর শিক্ষার্থী সংঘ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়**" সংক্ষেপে "**মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর শিক্ষার্থী সংঘ, চবি**"

অথবা

(খ) ইংরেজিতে "**Munshiganj-Bikrampur Students' Union, University of Chittagong**" সংক্ষেপে "**Munshiganj-Bikrampur Students' Union, CU**"

ধারা-২: প্রতীকচিহ্ন (Logo)

(ক) এই সংগঠনের একটি নির্ধারিত প্রতীকচিহ্ন (লোগো) থাকবে। লোগোর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো এবং মুন্সীগঞ্জ জেলার ম্যাপ, দুইটি বৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ লোগোটির দুইটি বৃত্তের মধ্যে সংগঠনের নাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ইংরেজিতে লিখিত থাকবে।

(খ) সংগঠনের প্রতীকচিহ্ন (লোগো) নির্বাহী সদস্যদের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিবর্তন যোগ্য। এক্ষেত্রে অত্র গঠনতন্ত্রের ধারা-২ এর (ক) সংশোধন বাধ্যতামূলক।

ধারা–৩: উদ্দেশ্য (Objectives)

এই সংগঠনের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

(ক) মুন্সীগঞ্জ জেলার উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।

(খ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ, একাডেমিক গাইডলাইন প্রদান এবং প্রেষণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান।

(গ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নবভর্তি শিক্ষার্থীদের সাথে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিচিতি স্থাপন এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

(ঘ) অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা এবং তা সুদৃঢ়করণ।

(ঙ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করা মুন্সীগঞ্জ জেলার সাবেক শিক্ষার্থীদের (অ্যালামনাই) সাথে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

ধারা-৪: সদস্যপদ (Membership)

এই সংগঠনের সদস্যপদ নিম্নোক্ত চার (৪) প্রকারের হবে-

(ক) কার্যকরী সদস্য (General Member)

(খ) সম্পাদকীয় সদস্য (Editorial Member)

(গ) নির্বাহী সদস্য (Executive Member)

(ঘ) উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য (Advisory Board Member)

(ক) কার্যকরী সদস্য (General Member)

১. কার্যকরী সদস্য হবেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের নিয়মিত শিক্ষার্থী।

২. কার্যকরী সদস্যদের সংগঠনের সকল সাধারণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে।

৩. কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে কার্যকরী সদস্যরাও সম্পাদকীয় সদস্য এবং নির্বাহী সদস্যদের মতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

৪. কার্যকরী সদস্যরা শৃঙ্খলা, সদাচরণ ও গঠনতন্ত্রের যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করবেন।

(খ) সম্পাদকীয় সদস্য (Editorial Member)

১. সম্পাদকীয় সদস্য পদে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত নিয়মিত শিক্ষার্থীরা মনোনীত হওয়ার যোগ্য হবেন।

২. সম্পাদকীয় সদস্যগণ সাধারণ সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবেন।

৩. সম্পাদকীয় সদস্যগণ সংগঠনের প্রকাশনা, নোটিস, বিজ্ঞপ্তি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অন্যান্য তথ্যভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করবেন।

৪. সম্পাদকীয় সদস্যগণ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের নবভর্তি শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন এবং তাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য, কাঠামো ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

৫. প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের সমস্যাবলি ও প্রয়োজনসমূহ সংগ্রহ করে তা কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট উপস্থাপন করবেন।

(গ) নির্বাহী সদস্য (Executive Member)

১. বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স চতুর্থ বর্ষ ও মাস্টার্স পর্যায়ে অধ্যয়নরত নিয়মিত শিক্ষার্থীরা নির্বাহী সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

২. নির্বাহী সদস্যদের মধ্য থেকে কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত/মনোনীত হবেন এবং তারা সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. নির্বাহী সদস্যদের দায়িত্বসমূহ:

৩.১ সংগঠনের নীতিনির্ধারণ ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৩.২ মাসিক ও বার্ষিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সমন্বয়।

৩.৩ সংগঠনের অর্থনীতি ও তহবিল ব্যবস্থাপনার তদারকি এবং অর্থ বিষয়ক সম্পাদককে পরামর্শ প্রদান।

৩.৪ শিক্ষামূলক, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম তদারকি।

৩.৫ সদস্যদের শৃঙ্খলা, সদাচরণ ও গঠনতন্ত্র অনুসরণের তদারকি।

৩.৬ নবীন সদস্যদের দিকনির্দেশনা প্রদান।

৩.৭ উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় এবং তাদের পরামর্শ বাস্তবায়ন।

(ঘ) উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য (Advisory Board Member)

১. উপদেষ্টামণ্ডলী গঠিত হবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে:

১.১ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে মুন্সীগঞ্জ জেলার শিক্ষকবৃন্দ (নিয়োগপ্রাপ্তির পর থেকে আজীবন)। এরূপ সদস্যবৃন্দ নিয়োগপ্রাপ্তির পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা অব্যাহত না রেখে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করলে কিংবা পেশা পরিবর্তন করলেও, তাঁরা উপদেষ্টা হিসেবেই বিবেচিত হবেন।

১.২ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে মুন্সীগঞ্জ জেলার সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্স, এমফিল বা পিএইচডি পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী।

১.৩ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মুন্সীগঞ্জ জেলার সকল সাবেক শিক্ষার্থী।

১.৪ অত্র সংগঠনের কল্যাণকামী মুন্সীগঞ্জ জেলার স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী বাসিন্দা। এরূপ সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে উপদেষ্টামণ্ডলীর এবং নির্বাহী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) এর অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

২. উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যদের উপদেষ্টা (Advisor) হিসেবে অভিহিত করা হবে।

৩. উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যরা সংগঠনের স্থায়ী সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৪. উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যগণ সংগঠনকে দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করবেন।

৫. উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যগণ সংগঠনের শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং কার্যনির্বাহী কমিটি প্রণয়নে স্ব স্ব অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাহী সদস্যদের সহযোগিতা করবেন।

ধারা-৫: কার্যনির্বাহী কমিটি (Executive Committee)

(ক) সংগঠন পরিচালনার জন্য নির্বাহী সদস্য, সম্পাদকীয় সদস্য এবং কার্যকরী সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হবে।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল হবে এক (১) বছর।

(গ) নির্বাহী সদস্যদের মধ্য থেকে কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত অথবা নির্বাচিত হবেন।

(ঘ) সংগঠনের বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে নতুন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করবেন এবং মনোনীত ব্যক্তিদের নাম শুধু সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে প্রকাশ করবেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ থাকে যে,

১. মনোনীত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ব্যাপারে আপত্তি জানাতে তিন (৩) কার্যদিবস সময় থাকবে।

২. এই আপত্তি শুধু একজন নির্বাহী সদস্যই উত্থাপন করতে পারবেন।

৩. যদি কোনো নির্বাহী সদস্য আপত্তি না করেন, তবে তিন (৩) কার্যদিবস পর বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আংশিক কমিটি ঘোষণা করবেন।

৪. উক্ত আংশিক কমিটি দশ (১০) কার্যদিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করবে।

(ঙ) মনোনীত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণার তিন (৩) কার্যদিবসের মধ্যে কোনো নির্বাহী সদস্য আপত্তি তুলতে পারেন। এক্ষেত্রে,

১. বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপদেষ্টামণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

২. যদি আপত্তি থাকে, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৩. নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ব্যতীত অন্যান্য তিন শ্রেণীর সদস্যরা।

ধারা-৬: সভা ও কার্যক্রম (Meetings and Activities)

(ক) কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নোক্ত তিন (৩) প্রকার সভা আয়োজন করতে পারবেন—

১. সাধারণ সভা:

১.১ বার্ষিক সাধারণ সভা প্রতি শিক্ষাবর্ষের শেষে অনুষ্ঠিত হবে।

১.২ সকল কার্যকরী, সম্পাদকীয় ও নির্বাহী সদস্যদের উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক।

১.৩ সভার সভাপতিত্ব করবেন সভাপতি।

১.৪ সভার কার্যক্রম পরিচালনা করবেন সাধারণ সম্পাদক।

২. কার্যনির্বাহী কমিটির সভা:

২.১ প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তত একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে কার্যনির্বাহী কমিটি তার মেয়াদকালের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচটি সভা আয়োজন নিশ্চিত করবে।

২.২ সাধারণ সম্পাদক সভার নোটস রাখবেন এবং কার্যক্রমের প্রতিবেদন সংরক্ষণ করবেন।

৩. বিশেষ সভা:

৩.১ জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন হলে সভাপতি বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারবেন।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটি উপদেষ্টামণ্ডলীর সহযোগিতায় নিম্নলিখিত নিয়মিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে-

১. নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য নবীন বরণ অনুষ্ঠান।

২. বিদায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবীণ বিদায় অনুষ্ঠান।

৩. বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠান।

(গ) এই গঠনতন্ত্রে উল্লেখ না থাকলেও, কার্যনির্বাহী কমিটি সরাসরি বা আংশিকভাবে ইতিবাচক, সামাজিক এবং অরাজনৈতিক সভা ও কার্যক্রম আয়োজন ও পরিচালনা করতে পারবেন, কোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই।

ধারা-৭: অর্থ ব্যবস্থাপনা ও তহবিল (Financial Management and Fund)

ক. সংগঠনের তহবিল গঠিত হবে সদস্যদের অবদান, অনুদান, উৎসব বা অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী উৎস থেকে।

খ. সংগঠনের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যরা সংগঠনের তহবিলে বার্ষিক অন্যূন পাঁচশত (৫০০) টাকা অবদান রাখবেন।

গ. তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য একজন সম্পাদক থাকবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদনক্রমে তহবিল ব্যবহার করবেন।

ঘ. সংগঠনের অর্থ ব্যয় হবে শুধুমাত্র গঠনতন্ত্রে নির্ধারিত উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমের জন্য।

ঙ. সমস্ত আর্থিক লেনদেন স্বচ্ছ, নিয়মিত এবং নথিভুক্ত হতে হবে।

ধারা-৮: শৃঙ্খলা ও নিয়ম ভঙ্গ (Discipline and Misconduct)

ক. সংগঠনের সকল স্তরের সদস্যকে গঠনতন্ত্র, কমিটির নিয়ম ও নীতিমালা যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

খ. সদস্যরা যে কোনও প্রকার শৃঙ্খলা ভঙ্গ, অসদাচরণ বা গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করলে কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গ. কোনো সদস্য দেশের ফৌজদারি অপরাধে দোষী প্রমাণিত হলে তার সদস্যপদ স্থায়ীভাবে বাতিল হবে। এক্ষেত্রে সদস্যপদ পুনর্বহাল যোগ্য নয়।

ঘ. কোনো সদস্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অস্থায়ী কিংবা স্থায়ী বহিষ্কারের শাস্তি পেলে, সেই সদস্যকে সংগঠন থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে। এরূপ বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারযোগ্য নয়।

ঙ. ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ফলে সদস্যপদ বাতিল হওয়া কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিষ্কার আদেশের কারণে সংগঠন থেকে বহিষ্কার হওয়া সদস্যদের বাহিরে অন্য কোনো সদস্যকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে সংগঠন থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করতে হলে সকল উপদেষ্টা, নির্বাহী সদস্য এবং সম্পাদকীয় সদস্যের অনুমোদন প্রয়োজন হবে এবং অস্থায়ী বহিষ্কারের ক্ষেত্রে সংগঠনের মোট সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) এর অনুমোদন প্রয়োজন হবে। এখানে উল্লেখ থাকে, অস্থায়ী বহিষ্কারের সর্বনিম্ন মেয়াদকাল তিন (৩) মাস।

চ. সদস্যপদ স্থায়ীভাবে বাতিল হওয়া অথবা সংগঠন থেকে স্থায়ী বহিষ্কার হওয়া কোনো সদস্য কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো পদে অবস্থান করলেও তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এরূপ ব্যক্তি আর সংগঠনের সদস্য নয় বিধায় কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ থাকবে না।

ধারা-৯: সংশোধন ও হালনাগাদ (Amendment and Update)

ক. গঠনতন্ত্রের ধারা–১, ৩, ও ৪ সংগঠনের পরিচিতি, উদ্দেশ্য এবং মৌলিক কাঠামো প্রকাশ করে। তাই এই তিনটি ধারার কোনো অংশ পরিবর্তনযোগ্য নয়। তবে ধারা–৩ এর ক্ষেত্রে সংগঠনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুন্ন না করে বিদ্যমান উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সংঘর্ষমূলক নয়, এমন নতুন উদ্দেশ্য প্রণয়ন করা যেতে পারে।

খ. ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বিরোধ এড়াতে, ধারা–৫ এর ঘ ও ঙ এবং ধারা–৮ এর গ, ঘ, ঙ, চ সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিমার্জনের সুযোগ রাখা হয়নি।

গ. ধারা–৯ এর ক ও খ-এ উল্লেখিত বিষয়সমূহ ব্যতীত, গঠনতন্ত্রের অন্য যে কোনো ধারা সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিমার্জনের সুযোগ থাকবে, এবং প্রয়োজনে নতুন ধারা অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ থাকবে। এক্ষেত্রে-

১. কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংযোগ বা বিয়োজনসহ সংশোধিত খসড়া প্রণয়ন করবেন এবং উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যদের কাছে উপস্থাপন করবেন।

২. উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) এর অনুমোদনের ভিত্তিতে খসড়া গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত করা হবে।

৩. উপদেষ্টামণ্ডলীর কোনো সদস্য সাত (৭) কার্যদিবসের মধ্যে অনাপত্তি না জানালে, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত হিসেবে গণ্য হবে।

৪. খসড়া উপদেষ্টাদের কাছে উপস্থাপনের পর থেকে দশ (১০) কার্যদিবসের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) এর অনুমোদনের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হবে।

অনুমোদন (Approval):

মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর শিক্ষার্থী সংঘ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর জন্য প্রণীত নয়টি ধারা সম্বলিত গঠনতন্ত্রটি উপদেষ্টামণ্ডলীর এবং সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত "**গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপকমিটি**" কর্তৃক অনুমোদিত হলো:

১. মিহাদ হাসান

উপদেষ্টা, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর শিক্ষার্থী সংঘ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আহব্বায়ক, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপকমিটি

স্বাক্ষর:

Mihad

২. মুশফিকুর রহমান

উপদেষ্টা, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর শিক্ষার্থী সংঘ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম আহব্বায়ক, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপকমিটি

স্বাক্ষর:

Mushfiqur Rahman

৩. ইসরাত জাহান নিশা

উপদেষ্টা, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর শিক্ষার্থী সংঘ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম আহব্বায়ক, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপকমিটি

স্বাক্ষর:

Israt Jahan Nisha

৪. ইয়াসিন মাহমুদ চয়ন

উপদেষ্টা, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর শিক্ষার্থী সংঘ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম আহব্বায়ক, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপকমিটি

স্বাক্ষর:

Md. Teasin Mahmud choyon

৫. ফাহিম হাসান ফয়সাল

সভাপতি, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর শিক্ষার্থী সংঘ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপকমিটি

স্বাক্ষর:

৬. মো: সজিব শেখ

সাধারণ সম্পাদক, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর শিক্ষার্থী সংঘ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপকমিটি

স্বাক্ষর:

Md. Sajib Sheikh

প্রকাশনা (Publication):

গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপকমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে এই গঠনতন্ত্রটি প্রকাশ করা হলো।

Nadim Hasan

নাদিম হাসান

উপদেষ্টা, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর শিক্ষার্থী সংঘ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশক, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপকমিটি